গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা-৩ শাখা

**বাংলাদেশ রেলওয়ের "খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ১৩ তম প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী।**

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ড. মো: হুমায়ুন কবীর<br>সচিব |
| সভার তারিখ | ১৪ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. |
| সভার সময় | সকাল ১১:০০ ঘটিকায় |
| স্থান | রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | সভায় উপস্থিত ও জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' |

সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি **"**খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)**"** শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং অন্যান্য বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:

| ক্র: | বিবরণ | বিস্তারিত তথ্যাদি |
|---|---|---|
| ১. | **প্রকল্পের নাম:** | বাংলাদেশ রেলওয়ের "খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প |
| ২. | **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:** | • খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত প্রায় ৬৩.৮২ কি.মি. ব্রড গেজ রেল লাইন নির্মাণ। (লুপস্ ও ইয়ার্ডসহ মোট ৯০.৭২৫ কি.মি.)<br>• বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান নেটওয়ার্কের সাথে মোংলা পোর্টের সংযোগ স্থাপন এবং মোংলা বন্দরের সহিত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা ও আমদানি-রপ্তানী কার্যক্রম গতিশীল করা।<br>• বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করা এবং মোংলা বন্দর পর্যন্ত রেলপথে আরামদায়ক ভ্রমণের সুব্যবস্থা করা। |
| ৩. | **প্রকল্পের কার্যক্রম:** | • ৬৩.৮২ কি.মি. ব্রডগেজ রেললাইন (লুপস্ ও ইয়ার্ডসহ মোট ৯০.৭২৫ কি.মি.)<br>• ভূমি অধিগ্রহণ: খুলনা জেলায় ৩৮৫.৮৩৫ একর, বাগেরহাট জেলায় ২৮৭.৪৯২৩ একর<br>• মেজর ও মাইনর সেতু: ৩১টি, কালভার্ট: ১০৭টি, VUP: ১১টি, লেভেল ক্রসিং: ২৯টি, রূপসা সেতু: ৫.১৩ কি.মি., অন্যান্য: ২টি মসজিদ, ৮টি মন্দির, ৫টি কবরস্থান, ১টি ঈদগাহ মাঠ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** | মূল অনুমোদিত ডিপিপি | মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭২১.৩৯৩৬ কোটি টাকা (জিওবি-৫১৯.০৮২২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-১২০২.৩১১৪ কোটি টাকা) |
| | | সংশোধিত ডিপিপি | ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮০১.৬১৩৮ কোটি টাকা (জিওবি ১৪৩০.২৬৩৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-২৩৭১.৩৪৯৯ কোটি টাকা)। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২৬০.৮৮১৬ কোটি টাকা (জিওবি-১৩১২.৮৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-২৯৪৮.০২ কোটি টাকা)। |
| ৫. | **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:** | মূল অনুমোদিত | ৩১/১২/২০১০ খ্রি. হতে ৩১/১২/২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত। |
| | | সংশোধিত | ৩১/১২/২০১০ খ্রি. হতে ৩১/১০/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত। (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ম দফায় ৩১/১২/২০১৪ খ্রি., ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মেয়াদ বৃদ্ধি ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি, ২য় দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ৩০/০৬/২০২০ খ্রি., ৩য় দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ৩০/০৬/২০২১ খ্রি., ৪র্থ দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ৩১/১২/২০২২ খ্রি., ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ৩১/১২/২০২২ খ্রি. এবং সর্বশেষ ৫ম দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ৩১/১০/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত)। |
| ৬. | **প্রকল্পের অর্থায়ন:** | Government of Bangladesh (GoB) & Indian Dollar Line of Credit (LoC-I এবং LoC-III). | |
| ৭. | **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ:** | চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি তে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫২.৭৯ কোটি টাকা (জিওবি-৩৪.৭৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-১১৮.০০ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। | |
| ৮. | **প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:** | প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান সময়ে (জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৮৮.৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ৯৭.২০%। | |

| ৯. | প্রকল্পের প্যাকেজ ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ | |
|---|---|---|
| | ডব্লিউডি-১ | এমব্যাংকমেন্টসহ ৬৩.৮২ কি.মি. মেইন লাইন এবং ২৬.৯০৪ কি.মি. লুপ এন্ড ইয়ার্ড লাইনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ। ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ৯৬.০৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.০৫% (১২১৪.০৫ কোটি টাকা)। চুক্তিপত্রের মেয়াদ ৩০/০৯/২০২৩ খ্রি. (ডিএলপি ব্যতিত)। |
| | ডব্লিউডি-২ | ৫.১৩০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের রুপসা রেলসেতু নির্মাণ: গত ২১/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে এবং ২০/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে ডিএলপি পিরিয়ড সমাপ্ত হবে। কাজের অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫২% (১২৯৬.৫৪ কোটি টাকা)। |
| | ডব্লিউডি-৩ | সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন কাজ: ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ৭৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.১৭% (১১.০১ কোটি টাকা)। চুক্তিপত্রের মেয়াদ ৩০/০৯/২০২৩ খ্রি. (ডিএলপি ব্যতিত)। |

**আলোচনা:**

**২.১** প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. আরিফুজ্জামান সভায় জানান যে, পূর্ববর্তী PSC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিজ ও কালভার্টের সেটেলমেন্ট নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। ব্রিজ ৬৫% এবং কালভার্ট স্ট্রেংদেনিং কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। ৩১টি মেজর ব্রিজ, ১০৭টি কালভার্ট, ২৯টি লেভেল ক্রসিং, ৯টি VUP (Vehicular Underpass) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮টি স্টেশন বিল্ডিং এর ফিনিশিং কাজ চলছে। অন্যান্য ১৫টি ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৯১ কি.মি. ট্র্যাক লিংকিং এর মধ্যে ৮২ কি.মি ট্র্যাক লিংকিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, ২৯/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের পিএসসি সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ৩.১ (গ) সংশোধনের নিমিত্ত একটি প্রস্তাব পত্র নম্বর ৫৮১৪ তারিখ ১৭/০৪/২০২৩ খ্রি. মাধ্যমে সভাপতি মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, সিদ্ধান্ত ৩.১ (গ) নিম্নরূপ: "CRST/KUET কর্তৃক প্রদত্ত রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।" আরো উল্লেখ্য যে, ২৩/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত PIC সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, CRST/KUET কর্তৃক প্রদত্ত রিভিউ রিপোর্ট ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত অ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। এমতাবস্থায়, গত পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত ৩.১ (গ) নিম্নরূপ পরিবর্তন করা যায়: "CRST/KUET কর্তৃক প্রদত্ত রিভিউ রিপোর্ট এর বদলে "CRST/KUET কর্তৃক প্রদত্ত রিভিউ রিপোর্ট এবং বাস্তব অবস্থা" বিবেচনায় নিয়ে অ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী এবং ২৩/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৯/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের পিএসসি সভার কার্যবিবরণী সংশোধনের বিষয়ে উল্লেখ করলে সভার সকলে একমত পোষণ করেন।

**২.২** প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৯০.১১৯ একর ভূমিতে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকলেও উক্ত ভূমি এখনো স্থায়ীভাবে রেলওয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়নি। সরকারি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামারের ৩.৬৭০৫ একর ভূমি রেলওয়ের অনুকূলে স্থায়ীভাবে হস্তান্তরের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অনাপত্তি জ্ঞাপন করে ভূমি মন্ত্রণালয়কে পত্র দিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট কে পত্র দেওয়া হয়েছে, ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন এখনো প্রস্তুত হয়নি। অন্যদিকে জেলা প্রশাসক, খুলনার নিকট ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের সম্পূর্ণ ব্যায়িত না হওয়ায় অতিরিক্ত জমাকৃত অর্থ ফেরত এনে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমির মূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট বরাবর হস্তান্তর করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে, রেলওয়ের অন্য একটি প্রকল্প তথা মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে বগুড়া শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ১১/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জেলা প্রশাসক, মাগুরা হতে অব্যয়িত ৪০.২২ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, ফরিদপুরকে হস্তান্তর করে জমি বুঝে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া কাটাখালী স্টেশন এপ্রোচ রোডের ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা অদ্যাবধি অপসারণ করা সম্ভব হয়নি এবং সংশোধিত অনুমোদিত অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী দ্বিগরাজ স্টেশন এপ্রোচ রোডের নিমিত্ত ২.৪৫০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। প্রকল্প

পরিচালক ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সমাপ্তির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, সরকারি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, অর্থ মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, আইবাস প্রতিনিধির সমন্বয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। সভার সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

**২.৩** প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পের বিপরীতে ১১ টি VUP (Vehicular Underpass) নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নক্সা ও ডিজাইন চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রাথমিক হিসাবের আলোকে ২য় সংশোধিত ডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে সয়েল টেস্ট সম্পাদন করে ডিজাইন চূড়ান্ত করতঃ কাজ নির্বাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রাখতে হচ্ছে বিধায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিজ, কালভার্ট ও এমব্যাংকমেন্টে স্ট্রেংদেনিং কাজের ব্যয় আরডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্যাকেজ WD-3 (সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন) এর জন্য অর্থায়নের ধরণ প্রকল্প সাহায্যের পরিবর্তে জিওবি হতে নির্বাহ হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। ব্রিজ, কালভার্ট ও এমব্যাংকমেন্টে স্ট্রেংদেনিং কাজের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য সময় প্রাক্কলন করা হয়। নক্সা ১৫/১২/২০২২ খ্রি. এর মধ্যে ইস্যু করা হবে মর্মে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২৪/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। বাস্তবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে নক্সা বিলম্বে দাখিল করায় পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতাসমূহ যেমন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে কাজের প্রাক্কলন প্রাপ্তি, পিআইসি, পিএসসি সভায় উপস্থাপন ইত্যাদি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সমাপনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক কাজ শুরু হতে প্রায় ৩ মাস বিলম্ব হয়। এ বিবেচনায় ডিএলপি এর মেয়াদ কমপক্ষে ৩ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। সভাপতি ৩য় RDPP দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রেরণের জন্য বলেন। সভার সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

**২.৪** আইএমইডি প্রতিনিধি জানান যে, ২০২২ সনের নভেম্বরে প্রকল্প পরিদর্শনের সময় বিল্ডিং এর দরজা, জানালা, লক নিম্নমানের পরিলক্ষিত হওয়ায় তা প্রতিস্থাপনের জন্য বলা হয়েছিলো। প্রকল্প পরিচালক জানান যে আইএমইডি সুপারিশের বিষয়ে Interim Complaince Report দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে Final Complaince Report দেওয়া হবে। এ বিষয়ে সভার সকলে একমত পোষণ করেন। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ট্রায়াল রান কবে নাগাদ পরিচালনা করা সম্ভব হবে তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক অক্টোবর, ২০২৩ এর ৩য় সপ্তাহের পর যেকোন সময়ের মধ্যে সম্ভব হতে পারে মর্মে জানান।

**সিদ্ধান্ত:** সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) ২৯/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের পিএসসি সভার কার্যবিবরণীর ৩.১ (গ) অংশ নিম্নরূপ সংশোধন করা হলো: "CRST/KUET, কর্তৃক প্রদত্ত রিভিউ রিপোর্টের" বদলে "CRST/KUET কর্তৃক প্রদত্ত রিভিউ রিপোর্ট এবং বাস্তব অবস্থা" বিবেচনায় নিয়ে অ্যাকশন প্লান তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(গ) প্রকল্প পরিচালক আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করবে।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

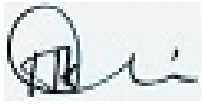

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৮.২২.৮৮

তারিখ: ৭ ভাদ্র ১৪৩০

২২ আগস্ট ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, বাজেট-৫)।

২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ)।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: মহাপরিচালক, সেক্টর-২)।

৪) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, এশিয়া জেইসি ও এফএন্ডএফ)।

৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, ভৌত অবকাঠামো উইং)।

৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, রেল পরিবহন উইং)।

৭) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ।

৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১২) প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১৫) উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১৬) প্রকল্প পরিচালক, “খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

১৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

১৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

জহুরা খাতুন
উপসচিব